কমপিউটার জগৎ-এর আয়োজনে সিলেটে দেশের দ্বিতীয় ই-বাণিজ্য মেলা

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ গত ৭-৯ ফেব্রুয়ারি মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর আয়োজনে ঢাকাতে দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই মেলাকে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৪ থেকে ৬ এপ্রিল সিলেটে অনুষ্ঠিত হয় দেশের দ্বিতীয় ই-বাণিজ্য মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা। 'ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত তিন দিনের এ মেলা সিলেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের পৃষ্ঠপোষকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক 'সিলেট ই-বাণিজ্য মেলা ২০১৩ ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা'-এর আয়োজক সিলেট জেলা প্রশাসন ও মাসিক কমপিউটার জগৎ।

সিলেটে অনুষ্ঠিত ই-বাণিজ্য মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার সংবাদ সম্মেলনের একাংশ

আয়োজনের উদ্দেশ্য

মেলার আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল বলেন, দেশে ই-কমার্স সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ মেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যেগুলো বাংলাদেশে ব্যবসায় করছে, এদের পণ্য ও সেবাকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরাও এ মেলার লক্ষ্য ছিল। একই সাথে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ই-বাণিজ্যের সাথে জড়িত তারা মেলাতে সম্মিলিত হয়ে যাতে এই বাণিজ্যকে প্রসারিত করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করাও প্রাধান্য পেয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় কমপিউটার জগৎ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই মেলাটি পর্যায়ক্রমে ৬টি বিভাগীয় শহরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারই অংশ হিসেবে সিলেটে দেশের দ্বিতীয় ই-বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলা উপলক্ষে ৩০ মার্চ সকাল ১০টায় বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মেলার বিস্তারিত বিষয় উপস্থাপন করেন ই-বাণিজ্য মেলার আহ্বায়ক আয়োজক প্রতিষ্ঠান কমপিউটার জগৎ-এর কারিগরি সম্পাদক ও কমজগৎ টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল। বক্তব্য রাখেন মেলার পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান (এনআই খান)। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু, এসএসএল ওয়্যারলেসের চিফ অপারেটিং অফিসার আনিসুল ইসলাম এবং মেলার সমন্বয়কারী মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন মাসুম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় মানুষ এখন ঘরে বসেই সবকিছু পেতে চায়। আর এ কাজটিকে সহজ করেছে ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশে ই-বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করতে ই-বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই এ মেলাকে বাংলাদেশের বিভাগীয় পর্যায়ের পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও ছড়িয়ে দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) সুশান্ত কুমার সাহা বলেন, সিলেট বাংলাদেশের একটি অন্যতম জেলা। এখানকার অনেকে প্রবাসে বসবাস করেন। এই বাণিজ্য মেলা প্রবাসীদের অনলাইনে কেনাবেচার ক্ষেত্রে আগ্রহী করবে। প্রবাসীরা বিদেশ থেকে তার প্রিয়জনদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী কিনে দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক এসএম আশফাক হোসেন বলেন, ই-বাণিজ্য মেলা যেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পৃষ্ঠপোষক করছে, সেহেতু বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলও সবসময় এ উদ্যোগ ও মেলাকে সহযোগিতা করবে। তিনি আরো বলেন, এখনই সময় ই-কমার্স ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তিন দিনব্যাপী এ মেলায় ই-কমার্সের সাথে জড়িত দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবে। মেলায় মোট ৪৫টি স্টলসহ ৪৫টি প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করে। মেলা উপলক্ষে পণ্য ও সেবায় ক্রেতাদের জন্য বিশেষ সুযোগসহ সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের আয়োজনও ছিল।

আয়োজনের পেছনে যারা

ই-বাণিজ্য মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে ছিল অনলাইন পেমেন্ট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান এসএসএল কমার্জ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান কমজগৎ টেকনোলজিস। গোল্ড স্পন্সর হিসেবে ছিল ই-সুফিয়ানা ও সিজে সফট। মেলার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করে অর্পণ কমিউনিকেশন লিমিটেড। এ ছাড়া ক্রিয়েটিভ পার্টনার হিসেবে ক্রিয়েটিভ আইটি লিমিটেড ও এখনি ডটকম, গেমিং জোন পার্টনার হিসেবে এএমডি গিগাবাইট, নলেজ পার্টনার হিসেবে বিডিওএসএন ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, কমিউনিকেশন পার্টনার হিসেবে সফটকল, ব্লগ পার্টনার হিসেবে সামহোয়্যার ইন ব্লগ ও ওয়েব পার্টনার হিসেবে ছিল বাংলানিউজ২৪ডটকম। একই সাথে মেলার মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দৈনিক সবুজ সিলেট, রেডিও টুডে, চ্যানেল এস ও এসসিএস।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান

তিন দিনের এ মেলায় অংশ নেয় এসএসএল কমার্জ, ই-সুফিয়ানা, কমজগৎ টেকনোলজিস, এখনি ডটকম, ইসলামী ব্যাংক, বগুড়ার দই, রূপকথার জামদানি, জেডকাইট৯, অনলাইনশপ, অ্যাট২ক্লিকস, বিডিহাট, আপনজোন, ওয়েবশহর, অ্যারামেক্স ঢাকা লিমিটেড, জোন ৮৩, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস, কাশবন, দোহাটেক সিএ, রাইট ক্লিক সফটওয়্যার, রাবাই অনলাইন, ঐতিহ্য, ইশপসিলেট ডটকম, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইকোমেডিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ও সিলেট ওমেন বিজনেস ফোরাম। এছাড়া ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার পক্ষ থেকে সিলেট জেলা ই-সেবাকেন্দ্র ও সিলেট সদর, দক্ষিণসুরমা, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রগুলো অংশগ্রহণ করে।

ওয়েবেও ই-বাণিজ্য মেলা

এবারের মেলাকে সহজে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুকের মাধ্যমে মেলার বিভিন্ন আপডেট প্রকাশ করা হয়। ফেসবুক ঠিকানা www.facebook.com/ ECommerceFair। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.e-commercefair.com। মেলার অনুষ্ঠানাদি www.comjagat.com ওয়েবসাইটে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

প্রত্যাশা অনেক

আপাতদৃষ্টিতে ই-কমার্স বলতে শুধু ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করা বোঝালেও সত্যিকার অর্থে ই-কমার্স বাস্তবায়ন করার অর্থ হচ্ছে দেশব্যাপী এর সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা। সর্বস্তরের মানুষের কাছে ই-কমার্স সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলেই শুধু বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে ই-কমার্স বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে। অনলাইন লেনদেনের বিষয়টি শুধু বড় বড় শহরের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। গ্রামের সাধারণ মানুষ হয়তো ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না, তবে একই অবকাঠামো ব্যবহার করে আরো সহজতর প্রযুক্তি নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি ই-কমার্স সেবা শুধু গুটিকয়েক পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে সম্পৃক্ত করা উচিত। তাহলেই সামগ্রিকভাবে সুফল বয়ে আনবে ই-বাণিজ্য কজ